পাঠচক্র

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জনস্বার্থে মামলা

জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল জাষ্টিস ইউনিট তার কর্ম এলাকার মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদের সদস্যদের মানবাধিকার সংস্কৃতির চর্চার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ও কমিউনিটিতে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদেরকে সময়োপযোগী (update) রাখার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ইস্যুর উপর পাঠচক্রের আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ আগস্ট ২০১০ ময়মনসিংহ মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জনস্বার্থে মামলা" বিষয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করে। শরীক সংস্থা সোশ্যাল এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (SARA)-এর সহযোগিতায় সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় পাঠচক্রটি। মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি এই পাঠচক্রে আরও অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি ও শরীক সংস্থার কর্মীবৃন্দ। পাঠচক্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করেন আসকের মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক এ্যাডভোকেসী ইউনিটের উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী সাঈদ আহমেদ এবং জনস্বার্থে মামলা বিষয়টির উপর আলোচনা করেন এ্যাডভোকেসী ও পলিসি রিফর্ম ইউনিটের ডেপুটি ডিরেক্টর এ্যাডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান ও স্টাফ ল'ইয়ার মেহজাবীন রাব্বানী। সহায়কের ভূমিকা পালন করেন জেন্ডার এ্যান্ড সোশ্যাল জাষ্টিস ইউনিটের সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এ্যাডভোকেট আবু সাঈদ সুমন।

পাঠচক্রে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একাংশ

শুরুতেই পরিচয় পর্বের পর মানবাধিকার আইজীবী পরিষদের পক্ষে সকলকে স্বাগত জানান সংগঠনের সভাপতি এ্যাডভোকেট আনোয়ারুল হক এবং শুভেচ্ছা জানান সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান ক্যানান। বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের এবং শরীক সংস্থার পক্ষে সকলকে স্বাগত জানান সারা এর নির্বাহী পরিচালক তুষার দারিং। তারা প্রত্যেকেই এই ধরণের পাঠচক্রের নিয়মিত আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর পরপরই আসকের এ্যাডভোকেট সাঈদ আহমেদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি মানবাধিকার কমিশনের ধারণা, বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ, কমিশনের কার্যাবলী, ক্ষমতা, এ পর্যন্ত কমিশনের গৃহীত উদ্যোগসমূহসহ সকলের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন।

উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান সহ অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত প্রশ্ন আহ্বান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় আসে কমিশনের বিচারিক ক্ষমতা না থাকার বিষয়টি। কিছু আইনজীবী মনে করেন কমিশনের যেহেতু নিজস্ব বিচারিক ক্ষমতা নেই সুতরাং এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি মানুষের কোন কল্যাণে আসবে না। আবার কিছু আইনজীবী মনে করেন যেহেতু কমিশনে কোন অভিযোগ করলে বা কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন অভিযোগ আমলে নিয়ে তা তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করবে যার ফলে সরকারের এক ধরণের জবাদিহিতা তৈরি হবে, সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে দরকার সরকারের সকল মহলের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা।

আলোচনার এক পর্যায়ে সাঈদ আহমেদ বলেন আসকের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। বর্তমান কমিশনের চেয়ারম্যান নিজেও এ সকল বিষয়ের উপর কাজ করতে আগ্রহী এবং কমিশন তার কার্যাবলী ঢাকার বাইরে নিয়ে যেতে চায়। সুতরাং ময়মনসিংহের এই ফোরাম যদি প্রয়োজন অনুভব করে, তবে আসক চেষ্টা করতে পারে কমিশন এর সদস্যদেরকে এখানে এনে মত বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করতে। এভাবে যদি তৃণমূল পর্যায় থেকে বিভিন্ন অভিযোগ কমিশনে প্রেরণ করা হয় তবে তা যেমন কমিশনের জবাবদিহিতা বাড়াবে তেমনি আমরাও কমিশনের কাজকে ফলোআপে আনতে

পারবো। সুতরাং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকরি করতে হলে যেমন কমিশনের ইচ্ছা থাকতে হবে তেমনি সরকার ও জনগণেরও কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। মানবাধিকার কমিশনে যেমন বিভিন্ন অভিযোগ দেওয়া যায় তেমনি স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনস্বার্থে মামলাও দায়ের করা সম্ভব।

জনস্বার্থে মামলা দায়ের বাংলাদেশের জন্য নতুন একটি ঘটনা। আসকের যে ইউনিট মূলতঃ এই মামলাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে তার প্রধান এ্যাড. আবু ওবায়দুর রহমান এরপর জনস্বার্থে মামলা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান।

শুরুতেই আসকের পক্ষ থেকে এ্যাডভোকেট মেহজাবীন রব্বানী জনস্বার্থে মামলা বিষয়টির উপর তৈরি একটি প্রতিবেদন সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনান। এর মূল বিষয়বস্তুই ছিল জনস্বার্থে মামলা কি, এর ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশে জনস্বার্থে মামলার ইতিহাস, মামলা দায়ের পদ্ধতি, কারা পক্ষভুক্ত হতে পারবে, কিভাবে ইস্যু নির্ধারণ করতে হবে এবং এ পর্যন্ত আসকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দায়ের করা জনস্বার্থে মামলা ও আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সমূহ। বিষয় সমূহ উপস্থাপনার পর মূলত আলোচনা হয় তৃণমূল পর্যায় হতে কিভাবে ইস্যুগুলো উঠে আসবে এবং নিম্ন আদালতে কিভাবে জনস্বার্থে মামলা দায়ের করা যাবে। সেক্ষেত্রে আইনের কোন কোন ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যায় সেটি নিয়েও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বশেষে মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদের সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠচক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পাঠচক্রটি থেকে আমাদের অর্জনসমূহঃ

- জেলা বারের আইনজীবীদের একত্রিত করে সমকালীন বিষয়ের উপর আলোচনা করবার প্রবণতাকে উৎসাহিত করা গেছে এবং স্ব-উদ্যোগে এই ধরণের কর্মসূচীতে তারা অংশগ্রহণ করছেন।
- পেশাগত কাজের বাইরেও আরও অনেক বিষয় নিয়ে যে আলোচনা করা যায় বা প্রয়োজন সেটি তারা তাদের উপলব্ধিতে এনেছেন এবং তারা আরও বেশী বেশী সমকালীন ইস্যুতে আলোচনার দাবী করছেন, পাশাপাশি এ সংক্রান্ত আলোচনায় আসক কে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করছেন।
- ধারাবাহিকভাবে পাঠচক্র চলছে, যার মাধ্যমে আইনজীবীদের সমকালীন ইস্যুর উপর ধারণা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটছে। এর পাশাপাশি আরও নতুন বিষয়কে পাঠচক্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন।
- আইনজীবী ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধির উপস্থিতি পাঠচক্রকে প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করেছেন।

উন্নয়নযোগ্য দিকসমূহঃ

- পাঠচক্রটি যে স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পরিবর্তে যদি বার (আদালত) ভবনে অনুষ্ঠিত হতো তবে আইনজীবীর উপস্থিতি বাড়তো। এছাড়া রমজান মাসে হবার কারণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একধরণের তাড়াতাড়ি শেষ করবার তাগিদ ছিল। সুতরাং পরবর্তীতে কর্মসূচীর সময় ও স্থান নির্ধারণে এ সকল বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।
- কিছু কিছু আইনজীবীর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ নানা বিষয়ে এমনকি মানবাধিকার বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা রাখেন না। এসকল ইস্যুতে আসকের অবস্থান পরিস্কার করবার জন্য তাদের সাথে বেশী বেশী আলোচনা করা দরকার।

সার্বিক মন্তব্যঃ

মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদের সাথে সমকালীন ইস্যুগুলোকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা দরকার। কেননা সমাজের অগ্রবর্তী অংশ হিসাবে নিজেকে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা একান্ত জরুরী। তবে এ ধরণের আয়োজনের পূর্বে আলোচ্য বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রাথমিক একটি আলোচনা করা দরকার।

প্রতিবেদন প্রস্তুতঃ আবু সাঈদ সুমন
সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার
জেন্ডার এন্ড সোশ্যাল জাস্টিস ইউনিট, আসক